গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মার্চ ২০২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	০৬ মার্চ , ২০২৩
সময়	:	বেলা ১১:৩০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৮২৫), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা সদ্য যোগদান করেছেন। সদ্য যোগদানকৃত কর্মকর্তাগণ সভায় তাদের পরিচয় ব্যক্ত করেন। সভাপতি মন্ত্রণালয়ে এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে সদ্য যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান এবং তাঁদের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের প্রতি আহবান জানান। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়।

সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১মার্চ,২০২৩ হতে "টিকেট যার ভ্রমণ তার" বাস্তবায়নে টিকেট ক্রয়ে নতুন পদ্ধতি সংযোজন করা হয়েছে। এখন এনআইডি/পাসপোর্ট (বিদেশীদের ক্ষেত্রে)/জন্ম নিবন্ধন সনদ এর (১২-১৮ বৎসরের যাত্রীদের ক্ষেত্রে) মাধ্যমে টিকেট ক্রয় করতে হবে। এই পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য তিনি জিএম,ডিআরএম সহ দায়িত্বশীল সকলকে এবং গঠিত টাস্কফোর্সকে নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য আহবান জানান। কারো অবহেলায় বা গাফিলতির কারণে এই পদ্ধতি যেন প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেদিকে সকলকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। পিওএস মেশিনের মাধ্যমে কত টাকা আদায় হচ্ছে তার তথ্য এক সপ্তাহের মাধ্যমে জানাতে হবে।

যেসব মামলায় কার্যক্রমে আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আছে তা প্রত্যাহার করার জন্য সভাপতি দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আহবান জানান। উকিল নোটিশ বা ইনফরমেশন স্লিপ পেলেই কাজ বন্ধ না করে প্রাপ্ত তথ্য ভালোভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি আহবান জানান।

পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মাসিক প্রতিবেদন, মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে ও জেলা প্রশাসক সম্মেলন,২০২৩ এ গৃহিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২।যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	(খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত অনিষ্পন্ন পত্রঃ উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের এক মাসের উর্ধ্বে ০৮টি, তিন মাসের উর্ধ্বে ১৩টি এবং ছয় মাসের উর্ধ্বে ০৫টি পত্র অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের তিন মাসের উর্ধ্বে ২টি পত্র অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতি দ্রুত অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। এছাড়া তিনি তদন্ত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে নির্দিষ্ট সময়ে না পাওয়া গেলে একবার তাগিদ পত্র দিয়ে পরবর্তিতে মন্ত্রণালয় হতে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য নথি উপস্থাপনের নির্দেশনা দেন।	(খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (গ) দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। (ঘ) তদন্ত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া না গেলে একবার তাগিদ পত্র দিয়ে পরবর্তিতে মন্ত্রণালয় হতে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩।যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। অধিশাখা/ শাখা কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.২	অডিট আপত্তিঃ সভায় অডিট আপত্তি বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়ঃ (ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নাই; (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর-এ কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নাই; (গ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ৪৯২৬টি (পুঞ্জীভূত) এবং এতে ১৩,৩৭,৩৫,৬৭১/- টাকা (পুঞ্জীভূত) সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। জানুয়ারী মাসে ২০ (বিশ) টি অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন হয়েছে। ফলে বর্তমানে ৪৯০৬ টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবে গতানুগতিকভাবে একমত পোষণ করে জবাব অগ্রগামী করা হয়। কিন্তু ব্যক্তির অনিয়ম এবং দায় অনেকক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হলেও তা চিহ্নিত করা হয় না। ফলে উচ্চপর্যায়ের মিটিং এ সচিবকে জবাবদিহি করতে হয়। তিনি ব্রডশিট জবাব প্রেরণের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তিতে ব্যক্তির অনিয়ম এবং দায় পরিলক্ষিত হলে তা চিহ্নিত করে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব দ্রুত প্রেরণের জন্য সভাপতি ডিজি বি,আর কে অনুরোধ করেন। এছাড়া ব্রডশিট জবাব অডিট আপত্তি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি) কে নির্দেশনা দেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় এবং উভয় অঞ্চলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ব্রডশিট জবাব প্রেরণের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তিতে ব্যক্তির অনিয়ম এবং দায় পরিলক্ষিত হলে তা চিহ্নিত করে জবাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে এবং ব্রডশিট জবাব পাওয়া অডিট আপত্তিগুলো চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ ডিজি, পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৩	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি: সভায় জানানো হয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ৩৪টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। জানুয়ারী/২০২৩ মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি; বাংলাদেশ রেলওয়েতে জানুয়ারী/২০২৩ মাসে ২৫টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ১৭২টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরে কোন বিভাগীয় মামলা পেন্ডিং নেই।	(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (খ) বিভাগীয় মামলার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২।যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৪	জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ: ১. সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে শুণ্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গার্ড গ্রেড-২ পদে ৫৪ জন, এ এল এম গ্রেড-২ পদে ২৪১ জন, সহকারী স্টেশন মাস্টার পদে ৩৬২ জন এবং পয়েন্টম্যান পদে ৬৩৭ জন ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন। খালাসী পদে যোগদানের জন্য ১৭৭২টি নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। ২. (ক) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে মাসে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মোট ১৫ (পনের) কার্যদিবসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। (খ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। (গ) রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি হালিশহর, চট্টগ্রাম কর্তৃক অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন যে, নিয়োগ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) নিয়োগ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। (খ) প্রতিমাসে আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে। ২।রেক্টর,রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি। ২। যুগ্ম- সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক/ সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ প্রধান সংস্থাপন কর্মকর্তা/ বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৫	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি): **(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ** সভায় রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ, ধূমপান বন্ধ এবং টিকেট কালোবাজারী রোধে নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ, ধূমপান বন্ধ, টিকেট কালোবাজারী রোধ এবং খাবারের মান বজায় রাখা ও নির্ধারিত দামে খাবার বিক্রি নিশ্চিতে নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২।যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৬), রেলপথ মন্ত্রণালয়। (৪) বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: সভায় ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে প্রতি মাসে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভাপতি স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (খ) রেল ও রেল স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১।মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২।মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩।বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করে ট্রেন পরিচালনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার জন্য এবং প্রতিমাসে এ সংক্রান্ত তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন।	ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১।মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(ঘ) পরিদর্শন: রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রেল ও রেলস্টেশন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় জানানো হয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ আকস্মিকভাবে বিভিন্ন ট্রেন এবং রেলস্টেশন পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করছেন। সভাপতি বলেন, পরিদর্শন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী ট্রেনে বিনা টিকেটে অনেক মানুষ চলাচল করছে, এছাড়া অপরিচ্ছন্ন ওয়াশরুম,হকার, হিজড়াসহ অবাঞ্ছিত লোকদের উৎপাতে যাত্রীদের প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করা অনেকাংশে সম্ভব হচ্ছেনা। তিনি পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাত্রিদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান করেন।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ রেল ও রেলস্টেশন আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন। (খ) সমন্বয় সভায় পরিদর্শনের তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে। (গ) যাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৬) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৬	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ বলেন যে, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণরোধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি বলেন যে, ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মত বিনিময় সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া বিনা টিকেটে যাত্রী ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে যাতে ভ্রমণ করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত বিভিন্ন ট্রেনে বিশেষ চেকিং ও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ব্লক চেকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সভাপতি বলেন যে, টিকেট চেকিং নিয়মিত মনিটরিং 'টিকিট যার ভ্রমণ তার' নিশ্চিত করতে হবে। যাত্রীরা যাতে বিনা টিকিটে রেল স্টেশনে ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ এবং স্টেশনে ফেন্সিং নির্মাণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং 'টিকিট যার ভ্রমণ তার' নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ স্টেশনে ফেন্সিং করতে হবে। (ঘ) রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৭	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ: সভায় জানানো হয়, ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথম সাত মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে মোট ২০১.৯৪ একর জমি অবৈধ দখল হতে উদ্ধার করে রেলওয়ের ব্যবস্থাপনায় নেয়া হয়েছে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি পুণরায় অবৈধ দখল রোধের লক্ষ্যে লিজ/লাইসেন্স প্রদানসহ RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন অবৈধ দখলে থাকা রেলভূমি নিয়মিত উচ্ছেদ করে রেলের ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া তিনি জেলা আইন শৃঙ্খলা/উন্নয়ন সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশনা দেন।	(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের অবৈধ দখলে থাকা জমির উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা/উন্নয়ন সমন্বয়সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। (খ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে উদ্ধারকৃত রেলভূমির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২।অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩।মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪।প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা: সভায় জানানো হয় বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে গত সাত মাসে ১০৫ টি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭ শত ৯ টাকা এবং উভয় অঞ্চলের অনাদায়ী টাকার পরিমান ৯ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪ শত ১০ টাকা। সভাপতি সার্টিফিকেট মামলার নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য নির্দেশনা দেন।	সার্টিফিকেট মামলার নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৯	রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম: সভায় জানানো হয় রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি প্রতিমাসে মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রেরণ করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। সভাপতি বলেন, হাসপাতালগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে। (খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদাভাবে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১০	মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন: সভায় জানানো হয় যে, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সম্মানিত যাত্রীসাধারণের আরামদায়ক রেলভ্রমন নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতে মোট ৬০টি স্টেশনের আধুনিকায়ন কার্যক্রমের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩২টি স্টেশনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সভাপতি মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত রেল স্টেশন আধুনিকায়নের কাজ গুনগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন।	(ক) রেল ষ্টেশন আধুনিকায়নের কাজ গুনগত মান নিশ্চিত করে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। (খ) ষ্টেশনগুলোর আধুনিকায়নের কাজ তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) আধুনিকায়নের কাজ সমাপ্ত ষ্টেশনের তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অনুবিভাগ প্রধান (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১১	রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা সম্পর্কে আলোচনা: সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আদালতে নিয়মিত প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনের জন্য আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন, উকিল নোটিশ বা ইনফরমেশন স্লিপ দেখেই কাজ বন্ধ করা যাবেনা। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আদালতে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) ইনফরমেশন স্লিপের তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। (খ) আদালতে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৪। সভাপতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সবাইকে আহবান জানান। রেলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য তিনি সবাইকে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে প্রাপ্ত নির্দেশনা নিশ্চিতকরণের জন্য সকলকে আহ্বান জানান। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৭.০৭.২৮

(ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর)
সচিব